মাছের রেণু চাষের সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রায়পুর সরকারী হ্যাচারীর রেণু ও পোনার মান এত ভালো কেন?

হালদা নদী, যমুনা নদী, বিএফআরআই, চীন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি উৎস্য থেকে কিছু দিন পরপর নতুন নতুন ব্রুড মাছ সংগ্রহ করে মৎস্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরাসরি মনিটরিং এর মাধ্যমে উত্তম ব্যবস্থাপনায় লালন-পালন করে সর্বোচ্চ গুণগতমান বজায় রেখে রেনু ও পোনা উৎপাদন করা হয়। সে জন্যই ৪২ বছর যাবৎ রায়পুর সরকারী হ্যাচারীর রেণু ও পোনার গুণগতমান সর্বোচ্চ পর্যায়ে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে।

আর্দশ পুকুরের বৈশিষ্ট্যঃ-

১। দোআঁশ মাটির পুকুর হতে হবে
২। পুকুরের আয়তন ৩০-৪০ শতাংশ
৩। পুকুরের আকৃতি আয়তাকার বা বর্গাকার
৪। পুকুরের পানির গভীরতা ৩-৫ ফুট
৫। গভীরতাঃভূমি = ১:২ বা ১:১
৬। তলায় কাদার পরিমান ৪ ইঞ্চি
৭। তলা মই দিয়ে সমান করতে হবে
৮। গাছপালা ও আগাছা মুক্ত হতে হবে
৯। রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ মুক্ত করতে হবে
১০। প্রতিদিন ৬-৮ ঘন্টা সূর্যালোক পড়তে হবে
১১। পুকুর বন্যা মুক্ত বা পাড় উচুঁ হতে হবে
১২। পানির পিএইচ ৭-৮ হতে হবে
১৩। তাপমাত্রা ২৮-৩১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হতে হবে
১৪। অক্সিজেন ৫ পিপিএম থাকতে হবে।

পুকুর প্রস্তুতিঃ-

১। পুকুর শুকাতে হবে (ডিসেম্বর-জানয়ারী মাসে)
২। শুকাতে না পারলে-
রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দমনঃ-
রোটেনন পাউডারঃ-

- শক্তি ৭ হলে ৩০-৩৫ গ্রাম/ফুট/শতাংশ
- শক্তি ৯.১ হলে ২৫ গ্রাম/ফুট/শতাংশ
- তিন ভাগের এক ভাগ অল্প পানির সাথে মিশিয়ে দলা বানিয়ে পুকুরের যেখানে গভীরতা বেশি সেখানে দিতে হবে। বাকী দুই ভাগকে বেশি পানির সাথে মিশিয়ে তরল করে পুকুরের সব জায়গায় পানিতে চিটিয়ে দিতে হবে।

৩। মই দিয়ে পুকুরের তলা সমান করে দিতে হবে।
৪। প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন (পোড়া/পাথরে) দিতে হবে (রোদ্র উজ্জল আবহাওয়ায় চুন দেওয়া ভালো)।
৫। এরপর ৩ ফুট পানি দিতে হবে।
৬। পানি পরিস্কার থাকলে-

- ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ
- টিএসপি ১০০-১৫০ গ্রাম/শতাংশ
- টিএসপি সার আগের দিন ভিজিয়ে রেখে পরের দিন ইউরিয়া সার সাথে মিশিয়ে পুকুরে চিটিয়ে দিতে হবে।
- পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য থাকলে সার দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৭। তিন রং এর পানি রেনু চাষের জন্য ভালো-

- হালকা সবুজ
- বাদামী
- সবুজ-বাদামী
- পরিস্কার, ঘোলা, কালো, গাড় সবুজ ইত্যাদি রং এর পানি চাষের জন্য ভালো নয়।

৮। হাঁস পোকা থাকলে-

- রেণু ছাড়ার ১ দিন আগে সুমিথিয়ন দিতে হবে।
- সুমিথিয়ন ১-২ মিলিলিটার/ফুট/শতাংশ
- হাঁস পোকা না থাকলে সুমিথিয়ন দেওয়ার প্রয়োজন নেই।
- সুমিথিয়ন প্রয়োগের ফলে পোকা জাতীয় খাদ্য কমে যায় এবং অনেক সময় রেণু বাঁচার হার হ্রাস পায়।

৯। রেণু ছাড়ার ১ দিন বা কয়েক ঘন্টা আগে ১ কেজি রেণুর জন্য-

- ২৫০ গ্রম দুধের গুড়া
- ৪ টি সিদ্ধ ডিমের কুসুম
- ৫০০ গ্রাম আটা বা ময়দা
- ২ টি স্যালাইন
- ২ টি রেনামাইসিন ট্যাবলেট
- এই সব গুলো পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে চিটিয়ে দিতে হবে।

কী পরিমান রেণু ছাড়তে হবেঃ-

- কাটাই না করলে ২০ গ্রাম প্রতি শতাংশে
- কাটাই করলে ৩০-৩৫ গ্রাম প্রতি শতাংশে
- প্রতি প্রজাতির রেণু আলাদা চাষ করলে ভাল ফলন হবে এবং বিক্রি করতেও সুবিধা হবে।
- যদি চাষীর একটি মাত্র পুকুর থাকে তাহলে প্রথমে কাতল ও রুই মাছের রেনু দিয়ে ১৫-২০ দিন পর মৃগেল মাছের রেণু দেওয়া যেতে পারে।

রেণু ছাড়ার সময় করনীয়ঃ-

- সকাল বা বিকাল বা ছায়া যুক্ত ঠান্ডা পানিতে রেণু ছাড়তে হবে।
- ১৫-২০ মিনিট পলিথিন ব্যাগ না খোলে পুকুরের পানিতে ভাসিয়ে রাখতে হবে।
- পলিথিন ব্যাগের মুখ খুলে পুকুর থেকে অল্প অল্প করে পানি রেণুর সাথে মিশিয়ে তাপমাত্রা সমান করতে হবে।
- পলিথিন ব্যাগের মুখ কাত করে পানির ঢেউ দিয়ে রেণু পুকুরে ছাড়তে হবে।

খাদ্য প্রয়োগঃ-

- পূর্বে খাদ্য প্রয়োগ করা না হলে রেণু ছাড়ার ১/২ ঘন্টা পর খাদ্য দিতে হবে।
- প্রতি কেজি রেণুর জন্য ৩ টি সিদ্ধ ডিমের কুসুম + ২৫০ গ্রাম আটা/ময়দা দিনে ৩ বার দিতে হবে। এইভাবে ২/৩ দিন দিতে হবে।
- এরপর ১ কেজি রেণুর জন্য ১ কেজি খৈল বা ১ কেজি পাউডার ফিড সকাল-বিকাল দুই বারে ভাগ করে দিতে হবে।
- খৈল ব্যবহার করলে ১ দিন আগে ভিজিয়ে রেখে তারপর অধিক পানির সাথে মিশিয়ে পুকুরে চিটিয়ে দিতে হবে।
- প্রতি কেজি রেণুতে যদি ৩৫-৪০ হাজার পোনা বা তার বেশি হয় তা হলে প্রতি সপ্তাহে এক কেজি করে খাবার বৃদ্ধি করতে হবে।

শর্তকতাঃ-

- অক্সিজেনযুক্ত পলিথিনে রেণু বা পোনা পরিবহণ করতে হবে।
- পলিব্যাগ গুলো প্লাস্টিকের বস্তায় করে পরিবহণ করতে হবে।
- রোটেনন বা অন্য কোন বিষ প্রয়োগের পর ৭/১০ দিন পর রেনু দিতে হবে।
- ভ্যাপসা বা মেঘলা বা প্রচন্ড বৃষ্টি বা খরায় রেণু না ছাড়া ভালো।
- রেণু সরাসরি পুকুরের পানিতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।
- শীতের সময় রেণু ছাড়ার আগে পুকুরে নেটিং করে দেওয়া ভালো।
- রেণু ছাড়ার পর প্রথম ৭/১০ দিন খাদ্য সারা পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- রেণু ছাড়ার ৩/৪ দিন পর গামছা দিয়ে রেণু বাঁচার হার যাচাই করতে হবে।
- মাঝে মাঝে হররা টেনে দিতে হবে।
- ধানি পোনা কাটাই করে ঘনত্ব কমিয়ে দিলে পোনা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।
- একাধারে ৫/৭ দিন বৃষ্টি হলে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে।

যে কোন সমস্যায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

(লুৎফুর রহমান)
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।